



সিতারায়ে কাযমাৰা

(সম্ৰাজ্ঞীৰ তৱকা)

হযৱত মিৰ্খা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্ৰতিশ্ৰুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)



সিতারায়ে কাযমায়া

(সম্রাজ্ঞীর তারকা)

হযরত মির্বা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

সিতারায়ে কায়সারা

(সম্রাজ্ঞীর তারকা)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

সিতারায়ে কায়সারা

(সম্রাজ্ঞীর তারকা)

গ্রন্থস্বত্ব	ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.
প্রকাশনায়	আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মূল	হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)
ভাষান্তর	মরকযী বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত
প্রকাশকাল	১ম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০২৫
সংখ্যা	২০০০ কপি
মুদ্রণে	ইন্টারকন এসোসিয়েটস্ ৪৫/এ, নিউ আরামবাগ মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Sitara-e-Qaisarah
(Star of the Empress)

by
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian
The Promised Messiah and Imam Mahdi^{as}

সিতারায়ে কায়সারা
(সম্রাজ্ঞীর তারকা)

1st Published in Bangladesh in December 2025

Translated into Bangla by
Markazi Bangla Desk

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh

© Islam International Publications Ltd., U. K.

ISBN: 978-984-991-056-5

লেখক পরিচিতি



হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাসে এক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি একদিকে ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান ও ফলপ্রসূ লেখক, গবেষক এবং ধর্মতাত্ত্বিক; অন্যদিকে ছিলেন আল্লাহর প্রতি গভীর প্রেমানুরাগী ও রসূলপ্রেমে নিবেদিত এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন, সাহিত্যকর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনা এই দুটি ধারাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করেছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ছিলেন এক নজিরবিহীন সৃষ্টিশীল লেখক। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি প্রায় ৮০টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর লেখাগুলি কেবল সংখ্যায় বিপুল নয়, বরং বিষয়বস্তুর গভীরতা, যুক্তিতর্কের বলিষ্ঠতা এবং সাহিত্যের দিক থেকেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তাঁর লেখার মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত আদর্শ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে

আল্লাহর পবিত্র অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়া আর ইসলামের মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তিনি খ্রিস্টান মিশনারি ও আর্যসমাজিদের প্রবল আক্রমণের মুখে ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

তিনি পবিত্র কুরআনের এমনসব গভীর ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেন, যা আধুনিক যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম। এছাড়া তিনি নিজের দাবির পক্ষেও অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এই দাবির সমর্থনে ঐশী নিদর্শন ও যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

তাকে আরবী, ফার্সী ও উর্দু- এই তিনটি ভাষার একজন দক্ষ লেখক হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর আরবী রচনায় অলংকারশাস্ত্রের এমন ব্যবহার দেখা যায়, যা তৎকালীন আরবী পণ্ডিতদেরও বিস্মিত করেছিল। তাঁর লেখা তর্ক, যুক্তি, জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির এক অপূর্ব মিশ্রণ।

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সাহিত্যকর্ম তাঁর হৃদয়ের গভীরতম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরই বহিঃপ্রকাশ, যাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আল্লাহর নৈকট্য ও সম্বন্ধি লাভের সাধনায় নিবেদিত। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এতটাই গভীর প্রেম ও আনুগত্য দেখিয়েছেন যে তাঁর দাবি হলো- এই প্রেমের মাধ্যমেই তিনি আল্লাহর দৃষ্টিতে মসীহ মাওউদের মর্যাদা লাভ করেছেন।

তিনি তাঁর ঐশ্বরিক দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করে ১৯০৮ সালের ২৬ মে তারিখে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পুনরায় উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মওলানা হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯১৪ সালে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে খিলাফতের আসন অলংকৃত করেন। ১৯৬৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালে তাঁর তিরোধানের পর হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। তিনি সুদীর্ঘ ২২ বছর খিলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন। ২০০৩ সালে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) পঞ্চম খলীফা নির্বাচিত হন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত এ ঐশী জামা'ত বর্তমানে বিশ্বের ২২০টি দেশে খাঁটি ইসলাম প্রচার করে চলেছে।

ভূমিকা

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ‘সিতারায়ে কায়সারা’ (সম্রাজ্ঞীর তারকা) পুস্তিকাটি ১৮৯৯ সালের ২০ আগস্ট রচনা করেন এবং ২৪ আগস্ট তা কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত হয়। এ পুস্তিকায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পূর্বে লিখিত গ্রন্থ ‘তোহফায়ে কায়সারিয়া’ (সম্রাজ্ঞীর উদ্দেশ্যে উপহার)-তে ব্যক্তকৃত একই ভাবনাসমূহ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। উক্ত গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল রানি ভিক্টোরিয়ার ডায়মন্ড জুবিলি (হীরকজয়ন্তী) উপলক্ষ্যে। এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুনরায় ব্রিটিশ সরকারের প্রশংসা করেছেন- যারা তাদের সকল প্রজাকে শান্তি, নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছে। এরপর তিনি সেই ভুল ধারণাকে খণ্ডন করেছেন, যেখানে বলা হয় যে, কোনো যোদ্ধা মসীহ্ ও মাহদী আগমন করবেন, যিনি নাকি জোরপূর্বক সমগ্র বিশ্বকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে জিহাদের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন এবং স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন, ইসলাম কখনো তরবারির মাধ্যমে প্রচারিত হয় নি, বরং ধর্মীয় বিষয়ে বলপ্রয়োগ ইসলাম কর্তৃক নিষিদ্ধ।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খ্রিষ্টানদের প্রায়শ্চিত্তের ধারণার ব্যাখ্যা করেছেন- যার দ্বারা নাকি যীশু তথা হযরত ঈসা (আ.) মানবজাতির পাপের বোঝা বহন করেছেন, অথচ তা তাঁর (আ.) পবিত্র ও নিষ্কলুষ ব্যক্তিত্বের প্রতি অবমাননা। সবশেষে তিনি (আ.) নিজেকে সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন- যার আগমনের প্রতীক্ষা সকল ধর্মের অনুসারীরা করছিলেন।

পুস্তিকাটির অনুবাদ ও এর সম্পাদনায় মরকযী বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে একটি টিম কাজ করেছে। আল্লাহ তা’লা সবাইকে এর উত্তম পুরস্কার দান করুন।

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী.

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ

ঢাকা

ডিসেম্বর ২০২৫

অনুবাদকদের পক্ষে নিবেদন

মরকযী বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে ‘সিতারায়ে কায়সারা’ পুস্তিকাটি অনূদিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে খাকসারের সাথে লন্ডন, ঢাকা এবং জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত কর্মীদের একটি দল নিরলসভাবে অনুবাদের কাজ করে যাচ্ছে। তাদের সবার জন্য বিনীতভাবে দোয়ার অনুরোধ করছি। আমাদের সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে বলছি—আমরা পাঠকদের সামনে যথাসাধ্য সহজবোধ্যরূপে মূল পুস্তিকার অনুবাদ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। কোথাও যদি কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে থাকে, তবে সেটি আমাদের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার কারণে, আর যে-কোনো সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞা নিঃসন্দেহে লেখকের সত্যতা ও আল্লাহর বিশেষ কৃপা থেকেই উৎসারিত।

আমরা বিনীতভাবে পাঠকদের নিকট দোয়ার আবেদন রাখছি—আল্লাহ তা’লা যেন এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করেন, আমাদের ত্রুটি ক্ষমা করেন এবং এই পুস্তিকাটি সত্যের অনুসন্ধানীদের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা’লা লেখক, অনুবাদক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর সমুদ্রটির উত্তরাধিকারী করুন এবং আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করুন, আমীন। ন্যাশনাল আমীর সাহেব পুস্তিকাটি ছাপার ব্যবস্থা নিয়েছেন, তাই আমরা তাঁর প্রতি ও সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞ।

ওয়াসসালাম



ফিরোজ আলম

ইনচার্জ

মরকযী বাংলা ডেস্ক, ইউকে

ইউকে

ডিসেম্বর ২০২৫

মিতারায়ের কায়দারা

(সম্রাজ্ঞীর তারকা)

الحمد لله والمنة

کہ

یہ رسالہ مبارکہ جس میں حضرت ملکہ معظمہ قیصرہ دام اقبالہا
کی برکات کا ذکر ہے۔ اور یہ بیان ہے کہ جناب ملکہ ممدو کے
خمد عذالت مہد میں اور ان کے ہنایت دشن ستارہ کی تاثیر
سے افولع اقسام کی زمینی اور آسمانی برکتیں ظہور میں آئی ہیں
منطبع ہو کر انہی دجہ کی مناسبت سے نام اس کا

ستارہ قیصرہ

رکھا گیا

اور یہ رسالہ مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام حکیم فضل دین
صاحب مالک مطبع کے چھپکر ۲۴ اگست ۱۸۹۹ء کو
شائع ہوا

মূল উর্দু টাইটেল পৃষ্ঠার অনুবাদ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর এবং আমরা তাঁর
কাছেই কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য নিবেদন করছি।

এই আশিসময় পুস্তিকায় মহামহিম সম্রাজ্ঞী
কায়সারার বিভিন্ন কল্যাণময় বিষয়ের উল্লেখ করা
হয়েছে- তাঁর সম্মান ও সমৃদ্ধি স্থায়ী হোক। এতে
বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহামহিম সম্রাজ্ঞীর শান্তিময়
রাজত্বকালে এবং তাঁর দীপ্তিময় তারকার প্রভাবে
অগণিত পার্শ্বিক ও স্বর্গীয় কল্যাণ প্রকাশ পেয়েছে।

এ কারণগুলোর সাথে সংগতি রেখে এ পুস্তিকার
নামকরণ করা হয়েছে

মিতারায়ে কায়সারা

(সম্রাজ্ঞীর তারকা)

প্রকাশক: হাকীম ফযল দীন

স্বত্ব: যিয়াউল ইসলাম প্রেস, কাদিয়ান

২৪ আগস্ট ১৮৯৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডের মহামহিম সম্রাজ্ঞী মহারানির সমীপে— আল্লাহ তা'লা তাঁর সমৃদ্ধি ও সম্মান স্থায়ী করুন

সর্বপ্রথম এ দোয়া থাকবে— সর্বশক্তিমান আল্লাহ ভারতের মহারানিকে দীর্ঘজীবী করুন আর তাঁর সম্মান ও সমৃদ্ধি এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। তাঁর প্রিয়জন ও সন্তানসন্ততিদের নিরাপত্তা প্রদান করে তাঁর হৃদয় প্রশান্ত করুন। অতঃপর এ নিবেদনের রচয়িতা মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, যে পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামক একটি ছোট্ট গ্রামে বসবাস করে, যা লাহোর থেকে প্রায় ৭০ মাইল উত্তরপূর্বে গুরদাসপুর জেলায় অবস্থিত, নিবেদন করছে যে— যদিও সাধারণভাবে এ দেশের প্রায় সকল নাগরিক মহামান্য ভারত-সম্রাজ্ঞীর সর্বজনীন ন্যায়নীতি, প্রজাবাৎসল্য এবং ন্যায়নিষ্ঠ প্রশাসনের কল্যাণে লব্ধ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সুবাদে আর জননিরাপত্তা পরিকল্পনা-সংক্রান্ত কর্মযজ্ঞ ও সকল শ্রেণির প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্তে গৃহীত পরিকল্পনাসমূহের কারণে, যা কোটি কোটি রুপি ব্যয় ও সীমাহীন বদান্যতার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে— নিজেদের বিবেকবুদ্ধি ও অনুগ্রহের মর্যাদা অনুধাবনের মাত্রা অনুযায়ী মহামানী সম্রাজ্ঞীর (তাঁর সমৃদ্ধি ও সম্মান স্থায়ী হোক) সাথে পরম ভালোবাসা ও আন্তরিক আনুগত্যের সম্পর্ক রাখে। কেবল গুটি কতক এমন লোক ব্যতীত, যাদের সম্পর্কে আমার ধারণা হলো, অভ্যন্তরীণভাবে তারা বন্য ও হিংস্র প্রাণির মতো জীবনযাপন করে। কিন্তু সেই প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের কারণে, যা এই মহামান্য সরকারের প্রাপ্য প্রদান সম্পর্কে এই অধর্মের রয়েছে, যা আমি আমার ‘তোহফায়ে কায়সারিয়া’ পুস্তিকায় সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছি, মহামানী সম্রাজ্ঞী ও তাঁর সম্মানিত পারিষদ

সম্পর্কে আমার মাঝে এমন ঐকান্তিক নিষ্ঠা, গভীর ভালোবাসা ও আনুগত্যের স্পৃহা বিদ্যমান যা প্রকাশ করার ভাষা আমি খুঁজে পাই না। এই নিখাদ ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার প্রেরণায় হীরকজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমি ‘তোহফায়ে কায়সারিয়া’ নামে একটি পুস্তিকা রচনা করে মহামান্য ভারত সম্রাজ্ঞীর সমীপে (তঁার সমৃদ্ধি ও সম্মান স্থায়ী হোক) অতি নগণ্য উপটোকনস্বরূপ প্রেরণ করেছিলাম। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল— এর উত্তর প্রদানে আমাকে বাধিত করা হবে এবং আশাতীতভাবে তা আমার সম্মানের কারণ হবে। এই প্রত্যাশা ও বিশ্বাস রাখার কারণ হলো, ভারত সম্রাজ্ঞীর সেই মহান চরিত্র, সমগ্র প্রাচ্যে যার ব্যাপক সুখ্যাতি রয়েছে এবং যা মহারানির বিশাল সাম্রাজ্যের ন্যায় প্রসার ও বিস্তৃতিতে এমন অনন্য যে, এর দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও অন্বেষণ করা অলীক কল্পনা মাত্র। কিন্তু আমি বড়োই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি— রাজকীয় একটি বাক্য দ্বারাও আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করা হলো না। আমার হৃদয় কিছুতেই একথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় যে, সেই সামান্য উপটোকন অর্থাৎ পুস্তিকা ‘তোহফায়ে কায়সারিয়া’ মহারানির সমীপে উপস্থাপন করা হয়ে থাকবে আর এরপর আমাকে এর উত্তর প্রদানে বাধিত করা হবে না। নিশ্চয় অন্য কোনো কারণ রয়েছে যাতে ভারত সম্রাজ্ঞী মহারানির (তঁার সমৃদ্ধি ও সম্মান স্থায়ী হোক) ইচ্ছা, অভিপ্রায় এবং জ্ঞানের কোনো ভূমিকা নেই।

সুতরাং ভারত সম্রাজ্ঞী মহারানির (তঁার সমৃদ্ধি ও সম্মান স্থায়ী হোক) প্রতি আমি যে সুধারণা পোষণ করে থাকি সেটিই পুনরায় আমাকে বাধ্য করেছে, যেন আমি সেই উপটোকন তথা ‘তোহফায়ে কায়সারিয়া’ পুস্তিকার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করি যাতে রাজকীয় স্বীকৃতিমূলক কিছু শব্দে ধন্য হতে পারি। এ উদ্দেশ্যেই এই নিবেদন। আমি সাহস করে ভারত সম্রাজ্ঞীর (তঁার সমৃদ্ধি ও সম্মান স্থায়ী হোক) কাছে নিবেদন করছি যে, আমি পাঞ্জাবের এক সম্ভ্রান্ত মোঘল পরিবারের সন্তান। শিখ শাসনামলের পূর্বে আমার পূর্বপুরুষরা একটি স্বাধীন অঞ্চলের শাসক ছিল এবং আমার প্রপিতামহ ‘মির্যা গুল মুহাম্মদ’ সাহেব এত বিজ্ঞ, সুচিন্তাবিদ, দৃঢ়প্রত্যয়ী, সৎসাহসী, পুণ্যবান এবং নৃপতির গুণে গুণান্বিত ছিলেন যে, দিল্লীর চুগতাই বাদশাদের সাম্রাজ্য যখন তাদের অযোগ্যতা, ভোগবিলাস, আলস্য এবং কাপুরুষতার কারণে দুর্বল হয়ে যায় তখন কতিপয় মন্ত্রী বা সভাসদ উল্লিখিত মির্যা সাহেবকে, যিনি জাগ্রত বিবেক ও প্রজাবাৎসল্যের সকল গুণ নিজের মাঝে ধারণ করতেন এবং শাহী খানদানের লোক ছিলেন— দিল্লীর মসনদে বসাতে চাইতেন। তবে যেহেতু চুগতাই সাম্রাজ্যের ভাগ্যনক্ষত্র অন্তিমিত হবার ছিল তাই এ প্রস্তাব সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয় নি আর শিখ শাসনামলে আমাদের প্রতি অনেক নির্দয় ও নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের সকল গ্রাম তথা শাসনাধীন অঞ্চল বেদখল হয়ে যায়। এক মুহূর্তও শান্তিতে কাটে নি।

ইংরেজদের রাজত্বের শুভাগমনের পূর্বেই আমাদের সকল স্বশাসিত রাজ্য হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল আর কেবল পাঁচটি গ্রাম অবশিষ্ট ছিল। আমার পিতা মরহুম মির্যা ‘গোলাম মুর্তা’ সাহেব, যিনি শিখ শাসনামলে অনেক ভয়াবহ যাতনার সম্মুখীন হয়েছিলেন; তিনি ইংরেজ সাম্রাজ্যের আগমনের জন্য সেভাবে অপেক্ষমাণ ছিলেন, যেভাবে চাতক পাখি মেঘের অপেক্ষায় থাকে। যখন ইংরেজ সরকারের এ দেশে শুভাগমন ঘটে তখন তিনি এই নিয়ামত অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার কারণে এত আনন্দিত হন, যেন মণিমাণিক্যের এক বড়ো ভাণ্ডার তাঁর হস্তগত হয়েছে। তিনি ইংরেজ সরকারের একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ও তাদের জন্য আত্মনিবেদিত ছিলেন। এ কারণেই তিনি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় ঘোড়াসহ পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সরবরাহ করে ইংরেজ সরকারের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এরপরও তিনি সবসময় প্রস্তুত ছিলেন, আবারও যদি কোনো সময় তাদের সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়, মনেপ্রাণে এই সরকারকে সাহায্য করবেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ যদি দীর্ঘায়িত হতো তবে তিনি আরো একশ অশ্বারোহী দিতে প্রস্তুত ছিলেন। মোটকথা, এভাবেই তার জীবন অতিবাহিত হয়। তার ইন্তেকালের পর এই অধম জাগতিক কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিবিস্টচিন্তে খোদা তা’লার সন্ধানে আত্মনিয়োজিত করে।

আমার দ্বারা ইংরেজ সরকারের যে সেবা সাধিত হয়েছে তা হলো, আমি এ বিষয়সংবলিত পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা এবং বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে এই দেশে এবং অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্রে এ মর্মে প্রচার করেছি যে, ‘ইংরেজ সরকার মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এই সরকারের সত্যিকার আনুগত্য করা উচিত এবং আন্তরিকভাবে এই রাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত অধিকন্তু এর জন্য দোয়ায় রত থাকা উচিত।’ আমি এসব বইপুস্তক বিভিন্ন ভাষায় অর্থাৎ উর্দু, ফার্সী ও আরবীতে রচনা করে সকল মুসলমান দেশে ছড়িয়ে দিয়েছি; এমনকি মুসলমানদের দুটি পবিত্র শহর (অর্থাৎ) মক্কা, মদীনাতেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রচার করেছি। উসমানী সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল, সিরিয়া, মিশর, কাবুল এবং আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহরে যথাসাধ্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলাফল যা দাঁড়িয়েছে তা হলো, লক্ষ লক্ষ মানুষ জিহাদের সেই ভ্রান্ত ধ্যানধারণা পরিত্যাগ করেছে, যা নির্বোধ মোল্লাদের (ভুল) শিক্ষার ফলে তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। আমার হাতে এটি এমন এক সেবা সম্পাদিত হয়েছে যা নিয়ে আমি গর্ববোধ করি। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান মুসলমানদের মধ্যে অন্য কোনো মুসলমান এর দৃষ্টান্ত দেখাতে পারে নি। বাইশ বছর যাবৎ আমি যে পরিমাণ সেবা দিয়ে আসছি তার মাধ্যমে এই হিতৈষী সরকারের প্রতি আমি কোনো অনুগ্রহ করি নি; কেননা আমি এ বিষয়ের স্বীকারোক্তি দিচ্ছি যে, এই

কল্যাণময় সরকারের আগমনের কারণে আমরা এবং আমাদের জ্যেষ্ঠরা এক জ্বলন্ত লোহার ভাটি থেকে মুক্তি লাভ করেছি। তাই আমি আমার প্রিয়ভাজনদের সবাইকে সাথে নিয়ে দু'হাত তুলে মোনাজাত করছি, হে খোদা! হিন্দুস্থানের এই কল্যাণময় মহারানির রাজত্ব স্থায়ী করো, তাঁর ছায়া আমাদের শিরে দীর্ঘস্থায়ী করো এবং তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে তোমার সাহায্যের হাত প্রসারিত করো আর তাঁর সৌভাগ্যের দিন দীর্ঘ করো।

তোহফায়ে কায়সারিয়া পুস্তিকায়, যা ভারতের মহামহিম সম্রাজ্ঞীর সমীপে প্রেরণ করা হয়েছে, তাতে আমি একই পরিস্থিতি, সেবা ও হৃদয়বিগলিত দোয়ার কথাই নিবেদন করেছিলাম। আমি মহারানির মহানুভবতার প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রতিদিন উত্তরের প্রত্যাশায় ছিলাম এবং এখনও অপেক্ষায় আছি। আমার মতো হিতাকাজ্ঞীর সেই সামান্য উপহার, যা পরম নিষ্ঠার কারণে অশ্রু দিয়ে লেখা হয়েছিল, তা যদি হিন্দুস্থানের সম্মানিত মহারানির সমীপে পেশ করা হতো তাহলে অবশ্যই (উত্তর) আসত, হতেই পারে না যে, উত্তর আসবে না। কাজেই এ দৃঢ়বিশ্বাসের কারণে ভারত সম্রাজ্ঞীর (তাঁর সমৃদ্ধি ও সম্মান স্থায়ী হোক) মহান চরিত্রের সুবাদে, স্মরণ করানোর নিমিত্তে এই নিবেদন লিখতে হলো। এই নিবেদন কেবল আমার হাতেরই লেখা নয় বরং আমার হৃদয়, (দৃঢ়)বিশ্বাসে সমৃদ্ধ শক্তি প্রয়োগ করে হাতকে এই ভক্তিপূর্ণ পত্র লিখতে বাধ্য করেছে। আমি দোয়া করছি, খোদা তা'লা এই পত্রটি যেন মঙ্গলজনকভাবে, নিরাপদে এবং আনন্দঘন মুহূর্তে ভারত সম্রাজ্ঞীর (তাঁর সমৃদ্ধি ও সম্মান স্থায়ী হোক) সমীপে পৌঁছে দেন আর এরপর প্রশংসিত মহাত্মনের হৃদয়ে এলহাম করেন যাতে তিনি সেই সত্যিকার ভালোবাসা ও পরম নিষ্ঠাকে, যা উল্লিখিত মহামানী সম্পর্কে আমার হৃদয়ে বিরাজমান (তা) স্বীয় পবিত্র দূরদর্শিতার কল্যাণে শনাক্ত করতে সক্ষম হন এবং প্রজাপালনের প্রেরণা নিয়ে আমাকে দয়াসুলভ উত্তর প্রদান করে কৃতার্থ করেন। আমি মহামহিম ভারত সম্রাজ্ঞীর নিকট এই শুভ সংবাদ পৌঁছানোর জন্যও প্রত্যাশা করছি যে, যেভাবে পৃথিবীকে ন্যায় ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ তা'লা স্বীয় অপার অনুগ্রহ ও পূর্ণ প্রজ্ঞার অধীনে পার্থিব উপায়-উপকরণে সজ্জিত করে এই দেশ ও আরো কিছু দেশে মহামানী সম্রাজ্ঞীর (তাঁর সমৃদ্ধি ও সম্মান স্থায়ী হোক) শাসন কায়েম করেছেন, ঠিক সেভাবে তিনি উর্ধ্বলোক থেকে এই মহামহিম সম্রাজ্ঞীর আন্তরিক মনোবাসনা পূর্ণ করতে তথা ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা, জনগণের সর্বজনীন স্বাচ্ছন্দ্য, নৈরাজ্য দূরীকরণ, চারিত্রিক সংশোধন এবং বর্বরোচিত্তো অবস্থার বিলুপ্তির জন্য তার কল্যাণময় যুগে (আল্লাহ তা'লা) নিজ সন্নিধান থেকে এবং অদৃশ্য হতে ও উর্ধ্বলোক থেকে এমন ঐশী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, যা মহামহিম সম্রাজ্ঞীর হৃদয়বাসনা পূরণে সহায়ক হবে। আর শান্তি, নিরাপত্তা ও সৌহারদের যে বাগান তিনি রচনা করতে

চান- ঐশী পানি সিঞ্চনের মাধ্যমে তাতে সহায়তা দেবেন। অতএব প্রতিশ্রুত মসীহর আগমনের বিষয়ে চিরন্তন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন, যেন আমি আল্লাহর সেই বান্দার রঙে রঙিন হয়ে মহামান্য সম্রাজ্ঞীর পুণ্যময় ও আশিসপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করতে পারি, যিনি বেথেলহামে জন্মগ্রহণ করে নাসেরায় প্রতিপালিত হয়েছেন। তিনি আমাকে অফুরন্ত কল্যাণে ভূষিত করেছেন এবং স্বীয় মসীহরূপে মনোনীত করেছেন, যেন তিনি মহাসম্রাজ্ঞীর সকল পবিত্র উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে স্বয়ং উর্ধ্বলোক থেকে সাহায্য করেন।

হে কল্যাণময় সম্রাজ্ঞী! খোদা আপনাকে নিরাপদ রাখুন এবং আপনার দীর্ঘায়ু, সমৃদ্ধি ও সাফল্যে আমাদের হৃদয়কে আনন্দে ভরে দিন। বর্তমানে আপনার রাজত্বকালে, যা সদিচ্ছার জ্যোতিতে পরিপূর্ণ, মসীহ মওউদের আগমন খোদার পক্ষ থেকে এই সাক্ষ্য বহন করে যে, সমস্ত বাদশার মাঝে আপনার অস্তিত্ব শান্তিপ্রিয়তা ও সুব্যবস্থা, প্রজাদের প্রতি সহানুভূতি আর ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক রয়েছে। মুসলমান এবং খ্রিষ্টান উভয় পক্ষ একথা বিশ্বাস করে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ আসতে যাচ্ছেন, কিন্তু এটি সে যুগে ও সেসময়ে হবে- যখন নেকড়ে এবং ছাগল একই ঘাটে পানি পান করবে আর শিশুরা সাপের সাথে খেলা করবে। অতএব হে ভারত সম্রাজ্ঞী বরকতমণ্ডিত মহারানি! এটি আপনারই রাজত্বকাল এবং আপনারই যুগ। যার চোখ আছে (সে) দেখুক আর যে বিদ্বৈষম্যুক্ত সে অনুধাবন করুক। হে মহারানি! এটি আপনারই শাসনকাল, যা হিত্র জম্ব ও নিরীহ প্রাণীদেরকে একস্থানে সমবেত করে দিয়েছে। সৎমানুষ, যারা শিশুদের ন্যায়, তারা অনিষ্টকর সাপদের সাথে খেলা করে, আর আপনার নিরাপদ ছায়াতলে তাদের কোনো ভয় নাই। আপনার শাসনকালের চেয়ে অধিক শান্তিপূর্ণ আর কোন শাসনকাল হবে যাতে মসীহ মওউদ আগমন করবেন? হে সম্মানিত মহারানি! আপনার পবিত্র ইচ্ছাগুলোই ঐশী সাহায্যকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করছে আর আপনার সদিচ্ছার আকর্ষণে উর্ধ্বলোক ভূপৃষ্ঠের প্রতি দয়ার্দ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে। তাই আপনার শাসনকাল ছাড়া আর কোনো শাসনকাল এমন নেই যা মসীহ মওউদ-এর আবির্ভাবের জন্য উপযুক্ত হবে। অতএব খোদা তা'লা আপনার আলোকিত শাসনকালে উর্ধ্বলোক থেকে এক জ্যোতি অবতীর্ণ করেছেন, কেননা জ্যোতি জ্যোতিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে আর অন্ধকার অন্ধকারকে। হে ধন্যা ও স্বর্ণযুগের মহারানি! যে-সব পুস্তকে মসীহ মওউদ-এর আগমনের কথা লেখা আছে সেগুলোতে স্পষ্টভাবে তোমার শান্তিপূর্ণ যুগের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু মসীহ মওউদের সেভাবেই পৃথিবীতে আগমন আবশ্যক ছিল যেভাবে ইলিয়াস নবী যোহনের পোশাকে এসেছিলেন। অর্থাৎ যোহনই স্বীয় স্বভাব ও প্রকৃতিতে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে ইলিয়াস হয়ে যান।

সুতরাং এক্ষেত্রেও তেমনটিই ঘটেছে যে, একজনকে তোমার বরকতমণ্ডিত যুগে ঈসা (আ.)-এর স্বভাব ও প্রকৃতি দেওয়া হয়েছে; তাই সে মসীহ আখ্যায়িত হয়েছে। আর তার আগমন আবশ্যিক ছিল কেননা খোদার পবিত্র গ্রন্থাবলি টলতে পারে না। হে সম্মানিত মহারানি! হে সকল জনসাধারণের গর্ব! প্রাচীনকাল থেকে খোদার রীতি এটিই যে, যুগের শাসক যদি পুণ্য প্রকৃতির এবং জনকল্যাণকামী হয়ে থাকে তাহলে সে যখন স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী প্রজাদের শান্তি ও পুণ্যের বিস্তৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং প্রজাদের অভ্যন্তরীণ পবিত্র পরিবর্তনের জন্য তার হৃদয় ব্যথিত হয়, তখন উর্ধ্বলোকে তার সাহায্যের জন্য ঐশী দয়া উদ্বেলিত হয় আর তার দৃঢ়চিত্ততা ও বাসনা অনুযায়ী কোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে প্রেরিত হয়। আর সেই পূর্ণ সংস্কারককে প্রেরণের কারণ হয়ে থাকে উক্ত ন্যায়পরায়ণ শাসকের সং ইচ্ছা ও দৃঢ়তা আর জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি। এটি তখন হয় যখন এক ন্যায়পরায়ণ শাসক এক জাগতিক পরিত্রাতারূপে স্বীয় পরম দৃঢ়চিত্ততা এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভূতির নিরিখে প্রকৃতিগতভাবেই এক ঐশী পরিত্রাতাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। হযরত মসীহ (আ.)-এর যুগে এমনই হয়েছে। কেননা তখনকার রোমসম্রাট একজন পুণ্য প্রকৃতির মানুষ ছিল আর সে চাইত না যে, পৃথিবীতে অন্যায় হোক। সে মানুষের মঙ্গল ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষী ছিল। তখন উর্ধ্বলোকের খোদা সেই জ্যোতিদানকারী চন্দ্র অর্থাৎ ঈসা মসীহকে ‘নাসেরা’র মাটি থেকে উত্থিত করেন। যেমনটি ‘নাসেরা’ শব্দের অর্থ হিব্রু ভাষায় সজীবতা, সতেজতা ও শ্যামলতা হয়ে থাকে, একই অবস্থা যেন তিনি মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি করেন।

সুতরাং হে আমাদের প্রিয় ভারত সম্রাজ্ঞী! খোদা আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আপনার সদিচ্ছা ও প্রজাবাৎসল্য সেই রোমসম্রাটের চেয়ে কম নয়, বরং আমরা দৃঢ়তার সাথে বলছি, তার চেয়ে অনেক বেশি। কেননা আপনার কৃপাদৃষ্টির গণ্ডিতে যত দরিদ্র প্রজা রয়েছে, যাদের প্রতি হে মহারানি! আপনি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে চান, আর যেভাবে আপনি সকল অর্থে নিজের অসহায় প্রজাদের মঙ্গলকামী, অধিকন্তু আপনি যেভাবে প্রজাদের জন্য হিতৈষণা ও প্রজাপালনের আদর্শ দেখিয়েছেন এরূপ শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণরাজি অতীত রাজাদের মধ্য থেকে কারো মাঝেই দেখা যায় না। তাই আপনার পদক্ষেপসমূহ, যা সম্পূর্ণরূপে পুণ্য ও উদারতায় রঙিন, সবচেয়ে বেশি এই দাবি রাখে যে, যেভাবে আপনি হে মহারানি! নিজের সকল প্রজার মুক্তি ও কল্যাণ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উৎকর্ষিত আর প্রজাদের লালন-পালনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যস্ত, একইভাবে খোদা তা’লাও যেন উর্ধ্বলোক হতে আপনার সহযোগিতা করেন। অতএব এই প্রতিশ্রুত মসীহ যে পৃথিবীতে আগমন করেছে তা আপনারই সন্তান কল্যাণ ও আন্তরিক সদিচ্ছা আর সত্যিকার সহানুভূতির একটি ফসল। খোদা আপনার শাসনকালে পৃথিবীর দুঃখভারাক্রান্ত লোকদের স্মরণ করেছেন আর উর্ধ্বলোক হতে স্বীয় মসীহকে

প্রেরণ করেছেন। তিনি আপনারই দেশে এবং আপনার সাম্রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন যেন জগতের জন্য এটি এক সাক্ষী হয় যে, আপনার শাসনাধীন ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত ন্যায়বিচারের ধারা স্বর্গের ন্যায়বিচারের ধারাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছে আর আপনার দয়ার ধারা উর্ধ্বলোকে এক করুণাধারা সূচিত করেছে। যেহেতু এই মসীহর জন্মগ্রহণ সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যের জন্য পৃথিবীতে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, যার প্রেক্ষিতে মসীহ মওউদ ‘হাকাম’ আখ্যায়িত হন তাই ‘নাসেরা’র ন্যায়, যার মাঝে সতেজতা ও শ্যামলতার যুগের দিকে ইঙ্গিত ছিল, এই মসীহর গ্রামের নাম রাখা হয়েছে ইসলামপুর কায়ী মাঝি, যেন ‘কায়ী’ শব্দ দ্বারা খোদার সেই চূড়ান্ত ‘হাকাম’-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয় যার মাধ্যমে প্রত্যাদিষ্টরা স্থায়ী অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ করে আর মসীহ মওউদ-এর ‘হাকাম’ নামের প্রতিও যেন একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত থাকে। আর এই গ্রামের নাম ইসলামপুর কায়ী মাঝি তখন রাখা হয়েছিল যখন বাদশা বাবরের শাসনকালে এই ‘মাঝি’ দেশের একটি বড়ো অঞ্চল শাসন করার জন্য আমার পূর্বপুরুষরা লাভ করেছিল আর এরপর ধীরে ধীরে এই শাসন স্বশাসিত অঞ্চল হয়ে ওঠে। অতঃপর বহুল ব্যবহারের ধারাবাহিকতায় ‘কায়ী’ শব্দটি ‘কাদী’-তে পরিণত হয় আর এরপর আরো বিবর্তিত হয়ে কাদিয়ান হয়ে যায়। মোটকথা, ‘নাসেরা’ আর ইসলামপুর কায়ী শব্দদ্বয় বড়োই অর্থপূর্ণ নাম যেগুলোর একটি আধ্যাত্মিক শ্যামলতার সাক্ষ্য বহন করে আর দ্বিতীয়টি ঐশী সিদ্ধান্তের (সাক্ষ্য দেয়) যা মসীহ মওউদ-এর কাজ।

হে হিন্দুস্থানের মহারানি! খোদা সমৃদ্ধি ও সুখের পাশাপাশি আপনার আয়ু বৃদ্ধি করুন, আপনার শাসনকাল কতই আশিসমণ্ডিত যে, উর্ধ্বলোক হতে খোদার হাত আপনার উদ্দেশ্যাবলির সমর্থন করেছে। প্রজাদের প্রতি আপনার সহানুভূতি ও সদিচ্ছার পথ ফেরেশতার সুগম করেছে। আপনার ন্যায়বিচারের সূক্ষ্ম জলকণা মেঘের ন্যায় উত্তোলিত হচ্ছে যেন পুরো দেশকে এমন বানিয়ে দিতে উদ্যত— যা দেখে বসন্তের ঈর্ষা হয়। সেই ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবে দুষ্ট— যে আপনার শাসন ব্যবস্থার সম্মান করে না আর সেই ব্যক্তি হলো বজ্রাত— যে আপনার অনুগ্রহরাজির জন্য কৃতজ্ঞ নয়। এ বিষয়টি যেহেতু গবেষণালব্ধ যে, ভালোবাসলে ভালোবাসা লাভ হয়, তাই আমার এই প্রয়োজন নেই যে, আমি কথার খই ফুটিয়ে বলব যে, আমি আপনার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা রাখি আর আমার হৃদয়ে বিশেষভাবে আপনার প্রতি ভালোবাসা ও মাহাত্ম্য বিদ্যমান। আমাদের অহোরাত্রির প্রার্থনা আপনার জন্য প্রবহমান পানির মতো বয়ে চলেছে। আমরা রাজনৈতিক নিপীড়নের কারণে বাধ্য হয়ে আপনার আনুগত্য করছি— বিষয়টি এমন নয়; বরং আপনার নানাবিধ গুণাবলি আমাদের হৃদয়কে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। হে ভারতের কল্যাণমণ্ডিত মহাসম্রাজ্ঞী! আপনার এই সুনাম ও শ্রেষ্ঠত্ব আপনার জন্য কল্যাণ বয়ে আনুক। খোদার কৃপাদৃষ্টি সেই দেশের প্রতি রয়েছে, যার প্রতি

আপনার সুদৃষ্টি রয়েছে। খোদার আশীর্বাদের হাত সেই প্রজাদের ওপর রয়েছে, যাদের ওপর আপনার হাত রয়েছে। আপনার পবিত্র ইচ্ছার প্রেরণায় খোদা আমাকে প্রেরণ করেছেন, যেন তাকওয়া, সচ্চরিত্র ও সংশোধনের পথ পৃথিবীতে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি। হে ভারতের মহান সম্রাজ্ঞী! আমাকে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মাঝে এক (আধ্যাত্মিক) ত্রুটি রয়েছে যার কারণে তারা প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন হতে রিজহস্ত। আর সেই ত্রুটি তাদেরকে এক হতে দিচ্ছে না, বরং তাদের মাঝে পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি করেছে। আর তা হলো, মুসলমানদের মাঝে দুটি ভয়াবহ ও একেবারে ভ্রান্ত বিশ্বাস বিদ্যমান, অর্থাৎ তারা ধর্মের জন্য তরবারির জিহাদকে নিজেদের ধর্মের একটি স্তম্ভ বলে মনে করে, আর এই উন্মাদনায় একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করে মনে করে, তারা যেন বড়ো কোনো পুণ্যের কাজ করেছে। যদিও ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার বেশিরভাগ মুসলমানের এই ভুল ধারণার সংশোধন হয়ে গিয়েছে, আর আমার বাইশ-তেইশ বছরের চেষ্টাপ্রচেষ্টায় সহস্র সহস্র মুসলমানের হৃদয় পরিষ্কার হয়ে গেছে, তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অন্য কিছু দেশে এই ধ্যানধারণা এখনও ব্যাপকভাবে পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ তারা যুদ্ধ এবং বলপ্রয়োগকেই ইসলামের প্রাণ ও সৌরভ জ্ঞান করে বসেছে, কিন্তু এই মতবাদ কোনোভাবেই সঠিক নয়। কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, ধর্মের প্রসারের জন্য তরবারি ধারণ করবে না, বরং (এর জন্য) ধর্মের নিজস্ব গুণ ও সৌন্দর্য উপস্থাপন করো আর উত্তম আদর্শের মাধ্যমে নিজের দিকে আকৃষ্ট করো। এটি মনে করো না যে, প্রাথমিক যুগে তো ইসলামে তরবারি ধারণের নির্দেশ ছিল। তখন ইসলামের প্রসারের জন্য তরবারি ধারণ করা হয় নি, বরং শত্রুদের বিভিন্ন আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তরবারি ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু ধর্মের খাতিরে কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ এর উদ্দেশ্য ছিল না। পরিতাপের বিষয় হলো, এই ব্যাধি বিপথগামী মুসলমানদের মাঝে এখনও বিদ্যমান, যার সংশোধনের লক্ষ্যে আমি পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি নিজের পত্রপত্রিকা-সাময়িকী, বহু বইপুস্তক এবং অনেক বিজ্ঞাপন এই দেশে ও অন্যান্য দেশে প্রকাশ করেছি। আর আমি আশা রাখি, এমন এক যুগ আসন্ন যখন মুসলমানরা সম্পূর্ণরূপে এই (আধ্যাত্মিক) ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় যে ভ্রান্ত বিশ্বাস আমাদের মুসলমান জাতির মাঝে বিদ্যমান তা হলো, তারা এমন এক খুনি মসীহ ও মাহদীর জন্য অপেক্ষমাণ, যে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবীকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেবে। অথচ এমন ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। আমাদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলিতে লিপিবদ্ধ আছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ কোনো যুদ্ধ করবেন না এবং তরবারিও ধারণ করবেন না, বরং তিনি সকল ক্ষেত্রে হযরত ঈসা (আ.)-এর গুণ ও

বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করবেন এবং তাঁর রঙে এমনভাবে রঙিন হবেন, যেন তিনি স্বয়ং এসে গিয়েছেন। বর্তমান সময়ের মুসলমানদের মাঝে এই দুটি ভ্রান্তি রয়েছে, যার কারণে তাদের অধিকাংশই অন্যান্য জাতির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। কিন্তু খোদা আমাকে এসব ভ্রান্তি নির্মূল করার জন্যই প্রেরণ করেছেন আর এ বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা প্রদানের লক্ষ্যেই আমাকে ‘কায়ী’ অথবা ‘হাকাম’ (ন্যয়বিচারক) উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

এসবের বিপরীতে খ্রিষ্টানদের মাঝেও একটি ভ্রান্তি বিদ্যমান। আর তা হলো, তারা মসীহর মতো পবিত্র ও পুণ্যবান সত্তা সম্পর্কে নাউয়ুবিল্লাহ্ ‘অভিশপ্ত’ শব্দটি প্রয়োগ করে অথচ ইনজীল শরীফে তাকে ‘আলো’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তারা জানে না, লা’ন এবং লা’নাত হিব্রু এবং আরবীতে সমার্থক শব্দ। যার অর্থ হলো, অভিশপ্ত মানুষের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে খোদাবিমুখ, খোদা হতে দূরে এবং খোদা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত; আর এ কারণে এমন নোংরা ও অপবিত্র হয়ে যায়, যেভাবে কুষ্ঠরোগের কারণে দেহ অপবিত্র ও নোংরা হয়ে যায়। আর আরবী ও হিব্রু ভাষীরা এ বিষয়ে একমত যে, কাউকে মালউন বা অভিশপ্ত শুধু তখন আখ্যায়িত করা হয় যখন তার হৃদয় সত্যিকার অর্থে খোদার সাথে ভালোবাসা, খোদাকে চেনা এবং তাঁর আনুগত্যের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে আর এমনভাবে শয়তানের অনুগামী হয়ে পড়ে, যেন সে শয়তানের সন্তান। খোদা তার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং সে নিজেও খোদার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় আর খোদা তার শত্রু আর সে খোদার শত্রুতে পরিণত হয়। এ কারণেই শয়তানের এক নাম হলো লা’ঈন। কাজেই ঐ একই নাম হযরত মসীহ (আ.)-এর জন্য প্রস্তাব করা আর তাঁর পবিত্র জ্যোতির্ময় অন্তরকে নাউয়ুবিল্লাহ্ শয়তানের অন্ধকার হৃদয়ের সাথে তুলনা করা, আর তাদের ভাষ্য অনুযায়ী যিনি খোদার ঔরসজাত, যিনি মূর্তিমান জ্যোতি, যিনি আকাশ থেকে অবতীর্ণ, যিনি জ্ঞানের দ্বার এবং খোদাপ্রাপ্তির পথ এবং খোদার উত্তরাধিকারী- তাঁর সম্পর্কেই নাউয়ুবিল্লাহ্ এই ধারণা পোষণ করা যে, তিনি অভিশপ্ত হয়ে অর্থাৎ খোদার দৃষ্টি হতে বিতাড়িত হয়ে এবং খোদার শত্রু হয়ে আর তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে, খোদাবিমুখ হয়ে আর ঐশী তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে অন্ধ হয়ে শয়তানের উত্তরাধিকারী হয়েছেন এবং সেই উপাধি লাভের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছেন যা বিশেষভাবে শয়তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অর্থাৎ অভিশপ্ত হয়েছেন- এটি এমন এক বিশ্বাস যা শুনলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয় আর শরীর কেঁপে ওঠে। খোদার মসীহর হৃদয় কি সেভাবেই খোদাবিমুখ যেমনটি শয়তানের হয়ে থাকে? খোদার পবিত্র মসীহর জীবনে এমন কোনো যুগ এসেছিল কি যখন তিনি খোদার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন আর সত্যিকার অর্থেই খোদার শত্রু হয়ে গিয়েছিলেন? এটি নিদারুণ ভ্রান্তি এবং চরম অশিষ্টাচার। এর ফলে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। মোটকথা, মুসলমানদের জিহাদ সম্পর্কিত ভ্রান্ত বিশ্বাস সৃষ্টিকুলের প্রতি এক

অশুভ ও হীন চিন্তা মাত্র আর খ্রিষ্টানদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস স্বয়ং খোদা সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করার নামান্তর। আলোর উপস্থিতিতেই যদি অন্ধকার ছেয়ে যেতে পারে, তাহলে এটিও মানা যেতে পারে যে, নাউযুবিল্লাহ্ মসীহর হৃদয় কোনো এক সময় অভিশাপের বিষাক্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল। মানবজাতির মুক্তি যদি এই অশিষ্টাচারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে তাহলে কারো মুক্তি লাভ না করাই শ্রেয়, কেননা সকল পাপিষ্ঠের জন্য এই বিশ্বাস পোষণের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় যে, মসীহর মতো এমন এক জ্যোতি ও জ্যোতির্ময় সত্তাকে ভ্রষ্টতার অমানিশা, অভিসম্পাত এবং খোদার শত্রুতার কূপে নিমজ্জিত আখ্যা দেওয়া হবে। কাজেই আমি চেষ্টা করছি, মুসলমানদের সেই ধর্মবিশ্বাস এবং খ্রিষ্টানদের এই ধর্মবিশ্বাসের যেন সংশোধন হয়ে যায়। আমি কৃতজ্ঞ যে, খোদা তা'লা আমাকে এই উভয় অভিপ্রায়ে সফল করেছেন। যেহেতু আমার সাথে ঐশী নিদর্শন এবং খোদা তা'লার বিভিন্ন মু'জিয়া ছিল তাই মুসলমানদের মানাতে আমার খুব বেশি একটা বেগ পেতে হয় নি। সহস্র সহস্র মুসলমান খোদা তা'লার বিস্ময়কর এবং অলৌকিক নিদর্শনাবলি দেখে আমার অনুসরণ করেছে আর সেসব বিপজ্জনক বিশ্বাসসমূহ তারা পরিত্যাগ করেছে যেগুলো হিংস্রভাবে তাদের হৃদয়ে বিরাজমান ছিল।

আমার জামা'ত এই সরকারের সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে যারা ব্রিটিশ ভারতে প্রথম সারির আনুগত্যের চেতনা হৃদয়ে লালন করে, আর এ কারণে আমি ভীষণ আনন্দিত। অধিকন্তু খ্রিষ্টানদের এই ভ্রান্তি দূর করার জন্য আল্লাহ তা'লা আমাকে এমনভাবে সাহায্য করেছেন যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। অর্থাৎ বহু অকাট্য দলিল-প্রমাণ এবং অত্যন্ত জোরালো যুক্তির ভিত্তিতে এটি সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, হযরত মসীহ (আ.) ক্রুশে মারা যান নি বরং খোদা সেই পবিত্র নবীকে ক্রুশ থেকে জীবিত উদ্ধার করেছেন আর তিনি খোদা তা'লার কৃপায় মারা না গিয়ে বরং মূর্ত্যবস্থায় জীবিতই কবরে প্রবেশ করেছেন। এরপর জীবিত অবস্থায় কবর থেকে বের হয়েছেন। যেমনটি তিনি স্বয়ং ইনজীলে বলেছিলেন, আমার অবস্থা ইউনুস (আ.) নবীর অবস্থার অনুরূপ হবে। ইনজীলে তাঁর ভাষ্য এরূপ- আমি ইউনুস নবীর নিদর্শন দেখাবো। অতএব তিনি সেই নিদর্শন দেখিয়েছেন অর্থাৎ জীবিতই কবরে প্রবেশ করেছেন এবং জীবিতই কবর থেকে বের হয়েছেন। এগুলো সেই কথা- যা আমরা ইনজীল থেকে অবগত হয়েছি, কিন্তু এছাড়া আরেকটি বড়ো সুসংবাদ আমরা লাভ করেছি তা হলো, অকাট্য দলিল-প্রমাণের আলোকে প্রমাণিত হয়েছে, হযরত ঈসা (আ.)-এর সমাধি কাশ্মীরের শ্রীনগরে বিদ্যমান রয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি ইহুদীদের দেশ থেকে পলায়ন করে নাসীবীনের পথ ধরে আফগানিস্তানে আসেন আর দীর্ঘকাল নো'মান পর্বতে অবস্থান করার পর কাশ্মীরে আসেন এবং ১২০ (একশ বিশ) বছর আয়ু লাভ করে শ্রীনগরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শ্রীনগরের খান ইয়ার মহল্লায় তাঁর সমাধি

অবস্থিত। মোদ্দাকথা হলো, ‘মসীহ হিন্দুস্থান মৈ’ নামে এ সম্পর্কে আমি একটি পুস্তক রচনা করেছি। অতএব এটি এক মহান বিজয়, যা আমি লাভ করেছি। আমি জানি, অতি শীঘ্রই কিংবা স্বল্পকাল পরে এর এই ফলাফল প্রকাশ পাবে যে, এ উভয় প্রাচীন জাতি অর্থাৎ খ্রিষ্টান ও মুসলমান, যারা সুদীর্ঘকাল যাবৎ পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে, একাকার হয়ে যাবে আর বিবাদবিসংবাদ ছেড়ে দিয়ে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে। ঊর্ধ্বলোকে যেহেতু এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়েছে, তাই আমাদের ইংরেজ সরকারেরও বিভিন্ন জাতির মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে, যেমনটি ‘সিডিশন আইন’-এর কতক ধারা হতে এটি স্পষ্ট। আসল কথা হলো, ঊর্ধ্বলোকে খোদা তা’লার পক্ষ থেকে যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়, পৃথিবীতেও তদ্রূপ ধ্যানধারণা সরকারের হৃদয়ে সৃষ্টি হয়ে যায়। মোটকথা, আমাদের মহামানী সম্রাজ্ঞীর সদিচ্ছার কারণে খোদা তা’লা ঊর্ধ্বলোক থেকে এ উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যেন মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মাঝে সেই ঐক্য গড়ে ওঠে যার ফলে তাদেরকে দুটি (ভিন্ন ভিন্ন) জাতি হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।

এরপর মসীহ (আ.)-এর বিষয়ে কোনো বিবেকবান আদৌ এই বিশ্বাস পোষণ করবে না যে, নাউযুবিল্লাহ কোনো এক সময়ে তাঁর হৃদয় লা’নত বা অভিসম্পাতের বিষাক্ত প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিল, কেননা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের পরিণাম ছিল লা’নত বা অভিসম্পাত। অতএব তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা যেহেতু সাব্যস্ত হয় নি বরং এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি সেসব দোয়ার কল্যাণে, যা সারা রাত বাগানে করা হয়েছিল আর ফেরেশতাদের সেই অভিপ্রায় অনুসারে, যা পীলাতের জ্বর স্বপ্নে হযরত মসীহ (আ.)-এর প্রাণরক্ষার সুপারিশ করার জন্য প্রকাশিত হয়েছিল* আর স্বয়ং হযরত মসীহ (আ.) প্রদত্ত সেই উপমা অনুযায়ী, অর্থাৎ তিনি ইউনুস নবীর মাছের পেটে তিন দিন থাকাকে অবশেষে নিজের পরিণতির জন্য এক উপমা হিসেবে গণ্য করেছিলেন; আল্লাহ তা’লা তাঁকে ক্রুশ এবং এর অভিশপ্ত পরিণাম থেকে উদ্ধার

টীকা:

* একথা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় আর কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিবেক এই ব্যাপারটি মেনে নেবে না যে, একদিকে আল্লাহ তা’লা মসীহকে ফাঁসি দেবার বিষয়ে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হবেন আর অন্যদিকে তাঁর ফেরেশতা অকারণে মসীহকে বাঁচানোর জন্য ছটফট করতে থাকবে! একবার পীলাতের হৃদয়ে মসীহের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করবে এবং তার মুখ দিয়ে একথা বলাবে যে, ‘আমি যীশুর কোনো দোষ দেখছি না’, অন্যদিকে পীলাতের জ্বর কাছে স্বপ্নে গিয়ে তাকে বলবে যে, ‘যীশু মসীহের যদি ফাঁসি হয়, তবে তোমাদের ভালো হবে না।’ ফেরেশতার সাথে খোদার মতের পার্থক্য! এ এক অদ্ভুত বিষয়! –লেখক

করেন আর তাঁর সেই বেদনাঘন প্রার্থনা অর্থাৎ ‘এলী এলী লামা সাবাকতানী’* খোদার দরবারে গৃহীত হয়। এটি সেই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে-কারণে প্রত্যেক সত্যাস্থেয়ীর হৃদয় আনন্দে অবলীলায় উচ্ছ্বসিত হবে। কাজেই নিঃসন্দেহে এটি আমাদের মহামানী ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর কল্যাণরাজির একটি, যা হযরত মসীহ (আ.)-এর ললাটকে প্রায় ১৯০০ বছরের অন্যায় অপবাদ থেকে মুক্ত করেছে।

আমি এই গুরুত্বপূর্ণ নিবেদনটি আর দীর্ঘ করা সমীচীন মনে করছি না। যদিও আমি জানি, আমার হৃদয়ে বিদ্যমান নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতাকে মহাভারতের সম্রাজ্ঞী (তাঁর সমৃদ্ধি ও সম্মান স্থায়ী হোক)-এর সমীপে উপস্থাপনের যতটা আবেগ ছিল আমি পরিপূর্ণভাবে সেই আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারি নি। তাই নিরুপায় হয়ে দোয়া করেই ইতি টানছি যে, মহান আল্লাহ— যিনি আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতি! পুণ্যকর্মের উত্তম প্রতিদান দাতা, তিনি উর্ধ্বলোক থেকে এই অনুগ্রহশীল ভারত-সম্রাজ্ঞীকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিন আর সেই কৃপা তাঁর চিরসঙ্গী করুন যা কেবল ইহজগৎ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সত্যিকার এবং চিরস্থায়ী সমৃদ্ধি দান করুন যা পরকালে লাভ হবে। তাকে প্রফুল্ল রাখুন এবং তার স্থায়ী সুখের উপকরণ সরবরাহ করুন। স্বীয় ফেরেশতাদের নির্দেশ প্রদান করুন, যেন কল্যাণময় মহাসম্রাজ্ঞীকে যিনি সৃষ্টিকুলের প্রতি পরম কৃপাকারিণী— তাঁর সেই এলহামের মাধ্যমে আলোকিত করে, যা বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় নিমিষে হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় এবং হৃদয়ের পুরো আঙিনাকে আলোকোজ্জ্বল করে আর ধারণাতীত পরিবর্তন আনয়ন করে। হে আল্লাহ! আমাদের ভারতবর্ষের মহাসম্রাজ্ঞীকে সর্বদা সকল অর্থে প্রফুল্ল রাখো। আর এটি নিশ্চিত করো যে, তোমার পক্ষ থেকে এক মহান শক্তি তাকে তোমার চিরন্তন জ্যোতির দিকে টেনে নিয়ে যাবে আর চিরস্থায়ী ও চিরন্তন আনন্দে তাকে উদ্ভাসিত করবে, কেননা তোমার কাছে কোনোকিছুই অসম্ভব নয়, সবাই আমীন বলুন।

বিনীত নিবেদক—

মির্থা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

জেলা: গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

২০ আগস্ট ১৮৯৯

টীকা:

* অনুবাদ হলো: হে আমার খোদা! হে আমার খোদা! তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করলে —লেখক

Sitara-e-Qaisarah

(Star of the Empress)

The book Sitara-e-Qaisarah [Star of the Empress] was written by the Promised Messiah^{as} on 20 August 1899 and published on 24 August 1899. In this brief exposition, the Promised Messiah^{as} has presented, in a new light, the same views expressed in his book Tohfa-e-Qaisariyyah [A Gift for the Queen], which was written on the occasion of the Diamond Jubilee of Her Majesty, Queen Victoria. In this book, the Promised Messiah^{as} has once again commended the British government for granting peace, security and religious freedom to all its subjects. He has then refuted the false doctrine of the advent of a militant Messiah and Mahdi, who according to some, would presumably, coerce the world into accepting Islam.

Furthermore, he has also beautifully removed misconceptions surrounding the concept of Jihad and clearly expounds that Islam was never spread by the sword, nor is religious compulsion permitted in Islam. The Promised Messiah^{as} then goes on to beautifully explain that the Christian concept of atonement, which logically results in Jesusas bearing the burden of curse, is a dishonour to the pure and holy person of Jesusas. Finally, the Promised Messiah^{as} has presented his claim as being the Promised Messiah and Mahdi of the latter days, awaited by all world religions.

© Islam International Publications Ltd., U.K.

ISBN: 978-984-991-056-5



9 78 984 991 056 5